সুখের সংসার ফিরে পেল আছমিনা খাতুন

পুলিশ সুপারের মধ্যস্থতায় আছমিনা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার। আছমিনা খাতুন (২৪), পিতা-মৃত আশরাফ আলী, সাং-ফোরশেদপুর, থানা-দর্শনা জেলা-চুয়াডাঙ্গা এর সাথে শাহাবুল ইসলাম (৩০), পিতা- রফিকুল ইসলাম, সাং- ফোরশেদপুর, থানা-দর্শনা জেলা-চুয়াডাঙ্গার ০৪ বছর আগে ইসলামী শরিয়া মোতাবেক বিবাহ হয়।
গত ১ বছর থেকে বিভিন্ন সময়ে শাহাবুল তার স্ত্রী আছমিনার নিকট বিভিন্ন অজুহাতে টাকা দাবী করে আসছিল। আছমিনা সংসারের সুখের কথা চিন্তা করে বিভিন্ন সময়ে তার পিতার বাড়ি হতে টাকা এনে তার স্বামীকে দেয়। এরপরও শাহাবুল আরো টাকার জন্য আছমিনা’কে চাপ প্রয়োগ করলে আছমিনা টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে শাহাবুল তার স্ত্রী আছমিনাকে শারীরিক ও মানষিক নির্যাতনসহ তালাকের ভয় দেখায়।
আছমিনা খাতুন বিভিন্ন জায়গায় তার সমস্যার সমাধান না পেয়ে অবশেষে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত অভিযোগটি তার কার্যালয়ে অবস্থিত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এ কর্মরত নারী এএসআই (নিরস্ত্র)/মিতা রানী বিশ্বাস’কে দিলে তিনি উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হাজির করেন। উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় শাহাবুল (৩০), এবং আছমিনা খাতুন(২৪) দম্পত্তি পুনরায় সংসার করতে সম্মত হয়। ফলে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের কল্যাণে আছমিনা খাতুন ফিরে পেল তার সুখের সংসার।

দামুড়হুদায় যুবকদের

জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ

দামুড়হুদায় সামাজিক কর্মকাণ্ড ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুবকদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানা গেছে, গত রবিবার দামুড়হুদা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আযোজনে ও পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় পরিষদের সভা কক্ষে সামাজিক কর্মকাণ্ড ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুবকদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণটি দামুড়হুদা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস,এ,এম জাকারিয়া আলম, স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ কোর্স প্রশিক্ষণার্থীরা।

দর্শনা কেরু’র শ্রমিক-কর্মচারীর নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন

কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচনে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, জমা ও বাছাই পর্ব শেষ হয়েছে। প্রার্থীদর মধ্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রতীক। এবারর নির্বাচনে ১৩ পদের বিপরিতে ৩০ প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
বাছাই পর্বে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল হয়নি। গতকাল সোমবার সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিকাল ৩ টার মধ্যে সকল প্রার্থী দাখিল করেছেন মনোনয়নপত্র। মনোনয়নপত্র ও প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যা ৬ টায়। রাত ৮ টা পর্যন্ত প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ সময় নিধারিত থাকলেও কেউ প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেনি।
আজ মঙ্গলবার বিকাল ৩ টার দিক চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা

হবে। ইতোমধ্যেই গত পরশু রাত ৮ টার দিকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। গতবারের ভোটারের তুলনায় এবার বেড়েছে ৮৭ জনের ভোট। এ নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি তয়ব আলী (চাঁদতারা) ও ফিরাজ আহমদ সবুজ (হারিকেন), সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান (বাইসাইকেল) ও সাবক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স (ছাতা), সহ-সভাপতি পদে বর্তমান সহ-সভাপতি মাস্তাফিজুর রহমান (চেয়ার) সাবেক সহ-সভাপতি ফারুক আহমদ (মোরগ), এএসএম কবির (হাতপাখা) ও আবু সাঈদ হাসন (মাছ) সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সহ-সাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দিন (কাপ-পিরিচ), ইসমাইল হাসন (তালা চাবী), একরামুল হক খলিল (ফুটবল) ও আকরাম আলী (কলস) প্রতীক পেয়েছেন।
তাছাড়া ৭ টি ওয়ার্ডের ৯ জন সদস্য পদের বিপরিতে ১৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। ১ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে সলিম খান (বালতি) ও সালাউদ্দিন শাহ সনেট (ডাব), ২নং ওয়ার্ডে সদস্য প্রার্থী বাবর আলী (বেলচা) ও আমিনুল ইসলাম (ডাব) ৩ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে শরিকুল ইসলাম (টর্চলাইট) ও শফিকুল ইসলাম (ডাব)। ৪ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে ইয়ামিন হক (আখর আঁটি) ও মতিয়ার রহমান (ডাব), ৫ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে সাইফুদ্দীন (ডাব) হারিজুল ইসলাম (আখর আঁটি)। ৬ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে হাফিজুর রহমান (বেলচা), মজিবর রহমান (ডাব), নুরুল ইসলাম (আখের আটি) ও মাহন আলী (হাতুড়ি)। ৭ নং ওয়ার্ডে সদস্য পদে আজাদ আলী (হাঁতুড়ি), জহিরুল ইসলাম (আখের আটি), মফিজুর রহমান (বেলচা) ও ইদ্রিস আলী (কাঁঠাল) প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
এবারের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চয়ারম্যান হিসেব দায়িত্ব পালন করছেন কেরুজ চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) রাবিক হাসান, সদস্য সচিব মিলর, মহাব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারী) ফিদা হাসান বাদশা, সদস্য উপ-ব্যবস্থাপক (পার্সনাল) আবদুল ফাত্তাহ, উপ-ব্যবস্থাপক (পরিঃ প্রকশলী) আবু সাঈদ ও জুনিয়র অফিসার (ভূমি) জহির উদ্দিন।

দর্শনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২

□□□□ □□□, □ □□□□ □□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□ □□□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□ □ □ □□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□,□◌ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□◌

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□◌

□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□

দামুড়হুদার আব্দুল কাবিল হুজুরের মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার গুলশান পাড়ার হাফেজ আ: কাবিল ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নাইল্লাহি……রাজিউন)।
জানা যায়, গতকাল সোমবার ভোর রাত ৪টার দিকে ঢাকা শেওড়াপাড়ার বড় মেয়ের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
জানা গেছে, দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত কারি আ: করিমের
ছেলে হাফেজ আ: কাবিল দামুড়হুদার গুলশান পাড়ায় নিজ বাড়িতে বসবাস করতো। তিনি বিভিন্ন ব্যবসাও করতেন। বরিশালের চরমোনার পির সাহেবের ওরশ মেবারক শেষে তিনি ঢাকায় যান। গত রোববার বড় মেয়ের বাড়িতে যান। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষে ঘুমানোর সময় শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে ঢাকা ইউনাইটেড হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৫৮বছর।
তিনি স্ত্রী, তিন মেয়েসহ বহু গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল সোমবার বাদ আছর দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে জানাজা শেষে দামুড়হুদা ব্রাকমোড় কবরস্থানে তার দাফন কার্য সম্পন্ন হয়। তার জানাজা নামাজে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামাতের আমির আনোয়ারুল হক মালিক, সেক্রেটারি অ্যাড. রুহুল আমিন, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগনেতা সেলিম উদ্দিন বগা, দেশ ইট ব্রিক্সের পরিচালক হাজি আ: কাদির, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজি আ: সবুর, মাও. আ: ছাত্তারসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
তারা শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

দামুড়হুদায় হঠাৎ দেখা মিললো শানকার কারিগর মোতালেবের

দামুড়হুদায় হঠাৎই দেখা মিললো শানকার কারিগর এর। সিলেট হবিগঞ্জের ভ্রাম্যমাণ কারিগর মোতালেব ছুরি, দা, কাঁচি, বটি, শিল-পাটায় ধার দিয়ে আসছেন দীর্ঘ ১২ বছর ধরে।
দামুড়হুদা উপজেলা সদরের চৌ-রাস্তার মোড়ে মানুষ হবিগঞ্জ জেলা শহর থেকে আসা শান কারিগরের নিকট দা, বটি, কাচি, শিল- পাটা ইত্যাদি শান দেওয়ার জন্য ভীড় জমিয়ে রয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই দেখা গেলো শান দেওয়া মেশিনের প্যাডেল ঘুরিয়ে ছুরিতে ধার দেওয়া শুরু করলেন মোতালেব। ওই ছুরি ধার দেওয়ার মাঝেই বাজারের বেশ কিছু দোকান ও বাসাবাড়ি থেকে দা-ছুরি- বটি, ইত্যাদি ধার দেওয়ার জন্য নিয়ে এনেছেন। শান কারিগর প্রতিটি বটি, চাকু শান বা ধার দেবার জন্য ২০ টাকা, দা-কাঁচি শান দিতে নিচ্ছেন ৪০ টাকা ও শিল বাটা শান দিতে নিচ্ছেন ১০০ টাকা করে।
এ বিষয়ে বাজারের ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম বলেন- আমি একটি ফল কাটার চাকু ধার দিলাম মাত্র ১০ টাকায়।
শান কারিগর মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন – আমি দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এ পেশার সাথে রয়েছি। আমরা বাড়ি সিলেটের হবিগঞ্জ জেলাতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে আমি কাঁধে করে শান মেশিন নিয়ে মানুষের দৌড় গোড়ার পৌঁছে দিচ্ছি এ সেবা।

দামুড়হুদায় যুবকদের জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ

দামুড়হুদায় সামাজিক কর্মকাণ্ড ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুবকদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানা গেছে, গত রবিবার দামুড়হুদা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আযোজনে ও পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় পরিষদের সভা কক্ষে সামাজিক কর্মকাণ্ড ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে যুবকদের

ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতামূলক প্রশিক্ষণটি দামুড়হুদা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস,এ,এম জাকারিয়া আলম, স্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ কোর্স প্রশিক্ষণার্থীরা।

দামুড়হুদায় আলমসাধু চাপায় সার ব্যবসায়ী মনিরুল নিহত

দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী নতুন গ্রামে অবৈধ যান আলমসাধুর চাপায় মনিরুল ইসলাম (৪০) নামের একজন সার ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। মনিরুল ইসলাম সীমান্তবর্তী হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত ছাত্তার বিশ্বাসের ছেলে ও বালাই নাশক সিনজেন্টার ডিলার। গতকাল রবিবার দুপুর ২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে মনিরুল বাইসাইকেল যোগে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিল। এ সময় সে নতুন গ্রাম নামক মোড়ে পৌঁছালে একটি ধান বোঝায় আলমসাধু তাকে ওভার টেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।
এ সময় বাইসাইকেলে থাকা মনিরুল আলমসাধুর নিচে পিষ্ট হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরী বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান কাজল।

আলমডাঙ্গায় সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বেলগাছিতে সরকারি রাস্তার পাশের গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে সোনার বিরুদ্ধে। গতকাল রবিবার সকাল থেকে বেলগাছি মালিতাপাড়ার ইদগাহ প্রাঙ্গণের রাস্তার পাশ থেকে এ গাছ কাটে বলে এলাকাবাসী জানায়। গাছগুলোর আনুমানিক মূল্য প্রায় ১ লক্ষ টাকা। জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের মালিথা পাড়ার সোনা । বর্তমানে বেলগাছি-খাসকররা রাস্তা ভাঙাচুরার কারণে বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। রাস্তাটি জনগুরুত্বপূর্ণ হলেও এ রাস্তা দিয়ে ভাঙাচুরার কারণে সাধারণ জনগণ কম যাতায়াত করে।
এ সুযোগে বেলগাছি গ্রামের সোনা সুযোগ বুঝে সরকারি রাস্তার পাশের গাছ কর্তন করে। গাছগুলো গোপনে কেটে বিক্রয়ের চেষ্টা চালালেও এলাকাবাসীর তোপের মুখে রেখে দেয়।
এ ঘটনা নিয়ে এলাকাজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হলে সোনা কর্তনকৃত গাছ মসজিদে দান করে দিয়েছে বলে এলাকাসূত্রে জানা যায়।